মা, মা, মা
এবং বাবা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মা, মা, মা এবং বাবা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

আচমকা ঘুম ভেঙে মা দেখতে পেলেন, দাউদাউ করে জ্বলছে তার ঘরের চারপাশ। সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখা লকলকে জিহ্বা বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে তার দিকে। একদম কাছে চলে এসেছে। আর কোনো পথ নেই। শিশু সন্তানটিকে বাঁচানোর তাগিদে পরম মমতায় তাকে কোলে নিয়ে ৩ তলা থেকে লাফ দিলেন মা। নিচে হা করে তাকিয়ে আছে বিস্তৃত শানবাঁধানো মেঝে।

সেদিন মায়ের পিঠের সবগুলো হাড় ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। দীর্ঘ ৭-৮ মাস চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছে, তিনি আর কখনো হাঁটতে পারবেন না। এতকিছুর পরও সেই মা খুশি ছিলেন। কারণ, তার বাচ্চাটিকে তিনি বাঁচাতে পেরেছেন।

একবার ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একজন লোক এলো। লোকটি তাকে নিজের জীবনের একটি বিরাট অপরাধের ঘটনা শোনাল।

সে বলতে শুরু করল, 'আমি এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। আমার পরে আরেকজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে রাজি হয়ে যায়। এটা আমার অহমে প্রচণ্ড আঘাত হানে। আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মেয়েটাকে খুন করে ফেলি। আচ্ছা, আমার কি এখন তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে?'

ইবনু আব্বাস বলেন, 'তোমার মা কি বেঁচে আছেন?'

সে বলে, 'না, তিনি মারা গেছেন।'

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মনোবাক্যে তাওবা করো, আর তোমার সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকো।

আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, তার মা জীবিত আছে কি না, এটা জানতে চাইলেন কেন?

জবাবে ইবনু আব্বাস বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম আর কোনো কাজ আছে কি না, আমার জানা নেই।[১]

---

[১] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, বুখারি : ৪; *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*, লালাকায়ি : ১৯৫৭; হাদিসটি সহিহ।

সূচিপত্র

জান্নাতি এক শিশুর গল্প	১৩
আমার মা এমন কেন?	২৬
বাবা তোমায় ভালোবাসি	৩৩
ওয়ালিদাইন	৩৮
চার দেওয়ালে বন্দি জীবন	৪৪
শেষ বিকেলের রোদ্দুর	৪৯
শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম!	৫৭
যে আফসোস রয়েই যাবে	৬৩
অবশেষে উপলব্ধি	৭০
হাজার কোটি বছর পরে	৭৯
একটি ডায়েরি ও আই.সি.ইউ. এর দিনরাত্রি	৮৮
মা যখন অমুসলিম!	৯৭
দায়িত্বের পালাবদল	১১১
একজন কুলসুম বানুর তীব্র প্রতিবাদ	১২৪
হেমন্তের সোনালি এক সকালে	১৩২
মায়ের হাতের বালা	১৩৭

বাবা মানেই ভালোবাসা ১৪১
সময়ের ঘূর্ণিপাকে ১৪৬
প্রশান্ত দিনের গল্প ১৫০
ধনী বাবার সন্তান ১৫৯

জান্নাতি এক শিশুর গল্প

ওর নাম আলি। আলি ইবনু আরিফ। আমাদের তৃতীয় সন্তান। ও গর্ভে আসার আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটির মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ পেরেছিলামও। এর দুই মাস আগে একবার গর্ভপাত হয়েছিল আমার। তবে আলহামদুলিল্লাহ ডিএনসি[১] করার প্রয়োজন পড়েনি। ডাক্তার বলেছিলেন, এরকম হতে পারে, অনেকে বোঝেও না, যে গর্ভপাত হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি এই যা। অনেক কেঁদেছিলাম, খুব কষ্ট লেগেছিল। তাই ওজন কমানোসহ যেসব পরিকল্পনামতো এগোচ্ছিলাম, সব বাদ দিয়ে কেবল সন্তানই চাচ্ছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ দুই মাস পর আলির খবর পেলাম। সবকিছু ঠিকঠাক যাচ্ছিল। এর মধ্যে ভয়ানক গরম পড়ল। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। গায়ে, পায়ে হালকা পানি এলো। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ ব্লাড প্রেশার নরমাল ছিল। খুব অ্যাকটিভ থাকার চেষ্টা করেছি সেসময়।

এর মাঝে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে। আসার পরদিন হঠাৎ আয়িশার বাবা অফিস থেকে কল করে বলল, 'তোমার মনে হয় অনেক পানি চলে এসেছে, একটু প্রেশারটা মাপো তো।'

---

[১] গর্ভপাতের কারণে জরায়ুতে থেকে যাওয়া টিস্যু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া, যা সার্জারির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে নিষ্কাশন হয়ে গেলে এই সার্জারির প্রয়োজন পড়ে না।

প্রেশার মাপলাম, ১০০/১৫০। হাই প্রেশার! ওকে ফোন করে জানালাম। ডাক্তার দেখালাম, ওষুধ দিলেন। দুই সপ্তাহ নিয়ন্ত্রণে থাকল প্রেশার, তারপর আবার বেশি। ডাক্তার বললেন ভর্তি হতে, মনিটরিংয়ে রাখতে হবে। ওষুধের ডোজ বাড়াতে হলো, প্রেসার নিয়ন্ত্রণে এলো, আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার এবার আল্ট্রাসাউন্ড করতে বললেন, দেখতে হবে বাচ্চা ঠিকভাবে বাড়ছে কি না। আল্ট্রাসাউন্ডে দেখা গেল আলি ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বেড়েছে, কিন্তু আমার তখন চলে ৩০ সপ্তাহ! সোনোগ্রাফার ম্যাডাম ২০ মিনিট ধরে দেখলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাডাম, আমার বাবু ঠিক আছে?'

তিনি বললেন, 'হুম! তবে ছোট।'

খুব চিন্তিত মনে হলো তাকে। আমাকে রুমে আনার পর একটু শুয়েছি। ঠিক তখনই, আমার গাইনি ডাক্তারের সহযোগী আরেকজন ডাক্তার পুরো টিম নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন। আমার বড় বোন সেদিন হাসপাতালেই ছিল।

আয়িশার বাবা আমাকে রুমে দিয়ে সবে রওনা দিয়েছে অফিসের উদ্দেশে। ডাক্তাররা এসেই আমার বোনের কাছে আমার নাম জানতে চাইলেন। তারপর জানালেন আজই সিজার করতে হবে, বাবুর জন্য ঝুঁকির আশঙ্কা করছেন তারা। বোন অবাক হলো। তার প্রথম বাচ্চার সময় তারও প্রেশার হাই ছিল, কিন্তু ডাক্তাররা অপেক্ষা করেছেন ৩২ সপ্তাহ পর্যন্ত। তড়িঘড়ি সিজার করতে বলেননি। তাহলে আমার আলির ক্ষেত্রে কেন ঝুঁকির আশঙ্কা করা হচ্ছে?

ডাক্তাররা তখন বললেন, আমার প্লাসেন্টা[১] ঠিকমতো কাজ করছে না। বাচ্চার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। ওর মস্তিষ্কে কেবল রক্ত ও অক্সিজেন যাচ্ছে, কিন্তু সে পুষ্টি পাচ্ছে না। এই অবস্থাকে IUGR (Inter Uterine Growth Retardation) বলে। যদি এমন চলতেই থাকে, তাহলে মৃত শিশুর জন্ম হতে পারে। তক্ষুনি আয়িশার বাবাকে ডেকে আনা হলো। ও পথেই ছিল। ফিরে এলো সাথে সাথেই।

আমি কিন্তু শুয়ে শুয়ে শুনছি সব। মনে হচ্ছিল সবকিছু কেমন ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। আমার আলিকে বের করে ফেললে অনেক কিছুই হতে পারে! আমি

---

[১] প্লাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের দেহ থেকে বাচ্চার দেহে পুষ্টি পৌঁছায়।

কাঁদলাম, কিছু বলতে পারলাম না। একবার শুধু বোনকে বললাম, 'কেন?'

ও বলল, 'একটু ধৈর্য ধর। চিন্তা করিস না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।'

তখন মনে পড়ল হাসপাতালে আমার রুমের পাশের বেডের মেয়েটার কথা, মাত্র ২৬ বছর বয়স। বিয়ে হয়েছে ৮ বছর আগে। ৮ বছরে ২টা বাচ্চা মারা গিয়েছে। গর্ভের শিশু পরিণত হওয়ার আগেই জন্ম হয়ে যেত, জরায়ু ধরে রাখতে পারত না। তাই তৃতীয় বাচ্চার জন্য হাসপাতালেই আছে, যেকোনো ইমার্জেন্সিতে যাতে কিছু করা যায় (আলহামদুলিল্লাহ ওর বাচ্চা হয়েছে, ভালো আছে, আল্লাহ যেন হায়াত দেন আর নেক মুসলিম হতে পারে এই দুআ করি)। ওর কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলাম।

জুহর ও আসরের সালাত জমা করে পড়লাম। প্রতিটা সিজদা মনে হচ্ছিল জীবনের শেষ সিজদা। আম্মু, আব্বু, আমার ছোট বোন, ছোট মামা এলো। আমার বাবা, যিনি বিপদে পড়লে সবসময় বলেন, 'হাসবিআল্লাহ', তিনিও আজ কিছুই বলতে পারলেন না। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে নির্বাক হয়ে থাকলেন।

আমিই বললাম, 'বাবা, হাসবিআল্লাহ।'

বাবা কিছু না বলে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। আম্মুকে দেখে বললাম, 'মা, আমার আলি যদি থাকে, তাহলে যেন সুস্থ থাকে আর না থাকলে যেন আমাদের জন্য শাফায়াত করে, এই দুআ করো।'

আম্মু বললেন, 'অবশ্যই, মা।'

আমরা সবাই কাঁদলাম।

আমার স্বামীকে আল্লাহ রহম করুন, ও হাসিমুখে ছিল। আমাকে সবাই অনেক সাহস দিলো। যখন ওটির জন্য রেডি করে হুইলচেয়ারে বসানো হলো, আমি যেন চিৎকার করে বলতে চাচ্ছি, 'আমাকে নিয়ো না। আমি যাব না। আমার আলি অনেক ছোট্ট।' কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।

আলহামদুলিল্লাহ স্কয়ার হাসপাতালের পুরো টিম অপরিসীম সাহস দিয়েছে এবং আমার পর্দার পূর্ণ হিফাজত নিশ্চিত করেছে। ওটিতে যাওয়ার পর থেকেই অনেক সাহস পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ডাক্তার এলেন আর

বললেন, 'কী করব বলেন রিস্ক হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ চাইলে সব ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ।'

অপারেশন করতে করতে তিনি বলছিলেন, 'এইটুকু একটা সাইজ, আবার শক্তি দেখায়!'

কথাটা শুনে খুব ভালো লাগল। মনে হলো আলহামদুলিল্লাহ আমার আলি দুর্বল না। ম্যাডাম আমার বাচ্চাটাকে এক ঝলক দেখালেন। NICU-এর ডাক্তার ছিলেন ভেতরে, তার কাছে আলিকে হস্তান্তর করা হলো। ওর কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। পোস্ট অপারেটিভ রুমের নার্সরা খুব ভালো। প্রত্যেকেই যথেষ্ট কেয়ারিং ছিলেন আমার প্রতি। খুবই অস্থির ছিলাম আলির কোনো খবর পাচ্ছি না বলে। বের হয়েই দেখি আয়িশার বাবা দাঁড়িয়ে হাসছে, আমাকে বলল, 'মাশাআল্লাহ! কী বাচ্চা জন্ম দিয়েছ! ওর ওজন ১.০৬২ কেজি। লাইফ সেভিং একটা ইনজেকশন লাগে প্রিম্যাচিওর বেবিদের, ওর সেটা লাগেনি, লাইফ সাপোর্ট লাগেনি। শুধু ০.২ লিটার অক্সিজেন লেগেছে।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ দিয়েছেন, আল্লাহু আকবার!'

আলহামদুলিল্লাহ। তখনই বুঝেছি আমার আলি বিশেষ কেউ, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রতীক্ষার প্রহর

অক্সিজেন লাগল শুধু ৩ দিন। এরপর অপেক্ষা করছি খাবার শুরু করবে কবে। যাদের প্রিম্যাচিওর বাচ্চার অভিজ্ঞতা আছে, সবাই সাহস দিলো। এরকম বাচ্চা খুব দ্রুত বাড়ে, শুধু খাবারটা শুরু করার ব্যাপার। আমরা থাকি উত্তরা। আলির জন্য হাসপাতালের পাশে একটা বাসা খুঁজছিলাম। এক দ্বীনি ভাইয়ের সহায়তায় পেয়েও গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ। তারা আমাদের জন্য যা করেছেন তা সারা জীবনেও ভোলার মতো নয়। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মঙ্গল করুন।

সাতদিন পর খাবার শুরু করলেন ডাক্তার। ছয় ঘণ্টা পরপর খাবার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন এক মিলিলিটার করে বাড়ছে। ৩ দিন পর ছয় ঘণ্টার জায়গায় ৩ ঘণ্টা পরপর হলো। হঠাৎ ১৩ দিনের দিন ডাক্তার বলল, ওর খাওয়া বন্ধ। বাচ্চার পেট

ফুলে উঠেছে, বমিও করেছে। তখন ৯ মি.লি. ৩ ঘণ্টা পরপর চলছিল। আমি হতাশ হলাম। আলির ওজন ১ কেজি ৮৫ গ্রাম মাত্র। খাবার বন্ধ করায় ৫ দিনে কমে হলো ৯০০ গ্রাম! ডাক্তার ষষ্ঠ দিনের দিন বললেন পেট ফোলা কমেছে। আবার খাবার শুরু করবেন। আবার ৬ ঘণ্টা পরপর ১ মি.লি. দিয়ে শুরু। যখন ১০ মি.লি. পর্যন্ত গেলাম, আবার খাওয়া বন্ধ! তখন আলির বয়স ২৩ দিন। ওজন ১ কেজি ৬০ গ্রাম। ৪ দিন পর ল্যাক্টোজ ফ্রি ফর্মুলা দেওয়া হলো আমারটা বাদ দিয়ে।

ওর যখন ৩৭ দিন, তখন আবার পেট ফুলে উঠল। আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ডাক্তাররা বললেন, ওর NEC (Necrotizing enterocolitis)[১] স্টেজ ওয়ান। আমরা খুঁজতে লাগলাম বাংলাদেশে NICU ডাক্তারদের মধ্যে ভালো কে আছেন। তখন ডাক্তার জাবরুলের নাম খুব শুনছি। আমরা খুঁজে পেলাম তাকে, গেন্ডারিয়াতে আসগর আলি হাসপাতালে আছেন। উনি সেখানকার সিইও।

আমাদের আলি বাড়ছে না, আর ৪০ দিন হয়ে গেছে স্কয়ার হাসপাতালে। খরচ প্রচুর। তবে আল্লাহ সহজ করে দিলেন সেটাও। আমার বাবা, আম্মু, ছোট মামা, বোনেরা অনেক সাহায্য করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার জাবরুল আমাদেরকে বললেন, তিনি চেষ্টা করে দেখতে চান। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে তিনিও মানুষ, হায়াত-মউতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ডাক্তার সাহেব দ্বীনদার। তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আয়িশার বাবা ঠিক করল পরদিনই আলিকে আসগর আলি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে। আলির আবার চোখে ROP (Retinopathy of Prematurity) পজিটিভ এসেছে। যে কারণে ওর চোখে লেজার করতে হবে।

যেদিন স্কয়ার থেকে ওকে বের করা হলো, সেইদিনই আসগর আলি NICU টিম ওর দায়িত্ব নিল আর বাংলাদেশ আই হাসপাতালে লেজার শেষে ওকে নিয়ে গেল। আমরাও গেলাম। আলির বয়স ৪০ দিন, ওজন ৯১০ গ্রাম। ডাক্তার বললেন ওর যে কন্ডিশন তাতে ওকে খাবার দেওয়া যাবে না অন্তত ১৪ দিন! কিন্তু ওর ওজন খুবই কম আর অকাল্ট ব্লাড টেস্ট পজিটিভ এসেছে। অর্থাৎ ওর পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এজন্য একটু চিন্তার বিষয় আছে। তবে যদি ব্যাংকক থেকে আমরা কিছু নিউট্রিশন ইনজেক্টিবলস আনতে পারি, যা ছোট

---

[১] পরিপাকতন্ত্রের এক ধরনের রোগ, যা বিশেষ করে নবজাতকদের হয়ে থাকে।